ভারতীয় মিডিয়ার খবর: সাইফকে হত্যাচেষ্টাকারী ‘বাংলাদেশি নাগরিক’

বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খান গত বুধবার নিজের বাসায় এক দুষ্কৃতকারীর আঘাতে আহত হন। ওই ঘটনায় মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম শেহজাদ নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে ভারতীয় পুলিশ। তিনি সাইফকে হত্যাচেষ্টার বিষয়টি স্বীকার করেছেন বলে দেশটির গণমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে।

ভারতীয় পুলিশ জানিয়েছে, শেহজাদ একজন বাংলাদেশি। যিনি নাম পরিচয় লুকিয়ে মুম্বাইয়ে বাস করছিলেন।

৩০ বর্ষী শেহজাদ মুম্বাই শহরের থানে নামের এলাকায় কেয়ারটেকারের কাজ করতেন। পুলিশ তাকে শহরের হিরাননন্দি স্টেটের একটি লেবার ক্যাম্প থেকে গ্রেফতার করে। তাকে জুডিসিয়াল কাস্টোডিতে নেওয়ার আগে পুলিশ তাকে বান্দ্রাতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়।

মুম্বাই পুলিশের সিনিয়র এক কর্মকর্তা বলেছেন, ‘জব্দ করা কাগজপত্র বলছে সে একজন বাংলাদেশি মুসলিম। শেহজাদ অবৈধভাবে ভারতে এসেছে। প্রায় ৫-৬ মাস আগে তিনি ভারতে প্রবেশ করেন, পরে মুম্বাইয়ে আসেন।’

অভিনেতাকে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় পুলিশের খাতায় কয়েকটি নাম ছিল— বিজয় দাস, ভিজয় দাস, মোহাম্মদ ইলিয়াস ও বিজে। তবে তারা অনুসন্ধানে নিশ্চিত হয় যে শেহজাদই আসলে খুনের উদ্দেশ্যে সাইফের বাসায় ঢুকেছিল। পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে শেহজাদ একটি কনস্ট্রাকশন সাইটে কন্টাকটর হিসেবে কাজ করছিলেন। এই ঘটনায় তিনি কেন জড়িত, সেই বিষয়টির খোঁজ করছে পুলিশ।

নবাব-খ্যাত সাইফ আলি খান গত বুধবার গভীর রাতে নিজ বাড়িতে দুষ্কৃতকারীর হাতে আক্রান্ত হওয়ার পর এখন তিনি হাসপাতালে শয্যাশায়ী। তাকে অস্ত্রোপচার করানো হয়েছে। এখন তিনি নিরাপদে আছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তবে সুস্থ হতে আরও কয়েক দিন লাগবে বলেও জানিয়েছেন তারা।

সূত্র: যুগান্তর

আমার বউ আমারই: অভিষেক

বলিউড অভিনেতা অভিষেক বচ্চন ও অভিনেত্রী সাবেক বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের সম্পর্ক নিয়ে গত বছর সরগরম ছিল বলিপাড়া। সেই সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও নেটিজেনদের মাঝে ছিল আলোচনা-সমালোচনা। সত্যি কি আলাদা থাকছেন এ দম্পতি? শেষ পর্যন্ত এ তারকা দম্পতির ১৭ বছরের বিয়ে ভাঙবে? এমন আলোচনায় উঠে এসেছে অভিষেক বচ্চনের পরকীয়া চর্চাও। তবে নিন্দুকদের মুখে ছাই দিয়ে নতুন বছরের গোড়াতেই মেয়ে-স্ত্রীর হাত ধরে ছুটি কাটিয়ে ফিরেছেন অভিষেক বচ্চন। জানিয়েছেন একসঙ্গেই আছেন তারা।

অভিষেক বচ্চন ২৫ বছর ধরে বিনোদন জগতে কাজ করছেন। বলিউড শাহেনশাহর ছেলে হওয়ার সুবাদে বাবা অমিতাভ বচ্চন কিংবা কখনো স্ত্রীর সঙ্গেও তুলনার মুখে পড়তে হয়েছে এ অভিনেতাকে। সম্প্রতি সিএনবিসি-টিভি ১৮-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পরিবারের সঙ্গে তুলনা থেকে স্ত্রী ঐশ্বরিয়াকে নিয়ে মনের ঝাঁপি খুলেছেন বচ্চনপুত্র।

পরিবারের সাফল্য, কৃতিত্ব ও গৌরবের বোঝা ক্যারিয়ারের শুরু থেকে বয়ে বেড়াচ্ছেন অভিষেক বচ্চন। এগুলো কি তার ওপর প্রভাব ফেলে?—এমন প্রশ্নের উত্তরে অভিনেতা বলেন, এটা কখনই সহজ নয়; কিন্তু ২৫ বছর ধরে একই প্রশ্ন শুনে শুনে আমি এই নিয়ে ইমিউন (প্রতিরোধী) হয়ে উঠেছি। আপনি যদি আমাকে আমার বাবার সঙ্গে তুলনা করেন, তা হলে আমি ধরে নেব— আপনি আমাকে সবচেয়ে সেরা অভিনেতার সঙ্গে তুলনা করছেন। তিনি বলেন, আর আপনি যদি আমাকে সেরাদের সঙ্গে তুলনা করেন, তা হলে আমি বিশ্বাস করি যে, সম্ভবত আমি এই মহান নামগুলোর মধ্যে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। আমি এটাকে এভাবেই দেখি। আমার বাবা-মা আমার বাবা-মা, আমার পরিবার আমার পরিবার, আমার স্ত্রী আমারই স্ত্রী এবং আমি তাদের কৃতিত্বের জন্য এবং তারা যা অর্জন করেছেন তা নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত।

৮২ বছর বয়সেও কাজের প্রতি নিবেদিত প্রাণ অমিতাভ বচ্চন। বাবার সাফল্য কিংবা ঐশ্বরিয়ার নাম-যশ কোনো দিন তার নিরাপত্তাহীনতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি বলেও জানান অভিষেক। বাবার প্রশংসা করে অভিনেতা বলেন, আমরা এখানে মুম্বাইয়ের একটি দুর্দান্ত এসিরুমে বসে

এই সাক্ষাৎকারটি করছি, একটি দুর্দান্ত কাপ কফি খাচ্ছি এবং ৮২ বছর বয়সি এক অভিনেতা সকাল ৭টা থেকে কেবিসির জন্য শুটিং করছেন। পা (অমিতাভ) আমার কাছে একটা জ্বলন্ত উদাহরণ। আমি সে রকমই হতে চাই। যখন আমি রাতে বিছানায় যাই, তখন আমি যা ভাবি যে, আমার মেয়েও যেন আমার সম্পর্কে এটা বলতে সক্ষম হোক— ‘আরে, আমার বাবার বয়স ৮২ এবং তিনি এখনো কাজ করছেন’।

উল্লেখ্য, অভিষেক বচ্চনকে আগামীতে সিদ্ধার্থ আনন্দের কিং-এ শাহরুখ খানের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে দেখা যাবে। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন সুহানা খান ও অভিষেক ভার্মা। এ ছাড়া রেমো ডি’সুজার বি হ্যাপি-তে দেখা মিলবে অভিষেক বচ্চনের।

সূত্র: যুগান্তর

সংকট ও সম্ভাবনার দোলাচলে চিত্রনাট্যকাররা

চলচ্চিত্র, নাটক কিংবা ওয়েব কনটেন্ট—যেকোনো কনটেন্ট তখনই দর্শকপ্রিয় হয়, যখন এর চিত্রনাট্যে থাকে নতুনত্ব। চিত্রনাট্যের গুণে একটি সাধারণ গল্পও হয়ে ওঠে অনন্য, মুগ্ধকর। স্বর্ণালি সময় বলতে এখনো সবাই যেমন ঘুরেফিরে গত শতকের সত্তর, আশি ও নব্বইয়ের দশকে ফিরে যায়, তখন কিন্তু গল্পকার-চিত্রনাট্যকারদের কদর ছিল। তাঁদের নামেই নাটক-সিনেমার প্রতি বাড়ত দর্শকের আগ্রহ।

চিত্রনাট্য লিখে অনেকে সম্মানের পাশাপাশি সচ্ছল জীবনও যাপন করেছেন। সেই অবস্থা যে এখন আর নেই, তা বলাই বাহুল্য। একদিকে পেশাদার চিত্রনাট্যকারের সংখ্যা কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে ‘একাই এক শ’ পন্থা! অর্থাৎ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গল্প-চিত্রনাট্যের কাজটা সেরে নিচ্ছেন পরিচালক। এতে প্রযোজক খুশি, কারণ বাজেট কমছে। কিন্তু সামগ্রিক অর্থে যে অবনতি হচ্ছে, তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই কারো। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে একটি চলচ্চিত্র বা নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থাৎ গল্প-চিত্রনাট্য যাঁর সৃষ্টি, তিনি অধিকতর অবহেলিত, বঞ্চিত হন। মর্যাদা তো দূরের কথা, কখনো কখনো

সম্মানি পর্যন্ত মেলে না, আবার কখনো নামটাই হয়ে যায় উধাও। আবার অনেকে লিখছেন বটে, কিন্তু তা নাটক, সিনেমা নাকি ওয়েব কনটেন্ট, সম্ভবত তিনি নিজেও পরিষ্কার নন।

এসব সংকটের ভিড়েও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষ করে ওটিটি প্ল্যাটফরমগুলোতে যেসব কনটেন্ট আসছে, সেগুলোর জন্য দীর্ঘ সময় নিয়ে গবেষণা করে লেখা হচ্ছে চিত্রনাট্য। এতে চিত্রনাট্যের মান যেমন বাড়ছে, সম্ভাবনাও হচ্ছে প্রকট। চার চিত্রনাট্যকারের সঙ্গে কথা বলে সার্বিক হাল-হকিকত জানার চেষ্টা করেছেন কামরুল ইসলাম। চিত্রনাট্যের কদর বাড়বে কবে

নাটক যেভাবে চলছে—বাজেট, আয়োজন সব মিলিয়ে হয়তো প্রয়োজনও হয় না। তবে চিত্রনাট্য লেখার আলাদা যে ধারা তৈরি হয়েছে, সেটা আশাব্যঞ্জক। ওটিটিতে যারা লিখছে, তারা গবেষণা করে, নতুন ভাবনা নিয়ে কাজ করছে। সমালোচনা থাকতে পারে, তবে আমার মতে ইতিবাচক দিকটাই বেশি। টেলিভিশনে ডিটেইলে কিংবা নিজের ইচ্ছামতো কাজ করার সীমাবদ্ধতা আছে; যেহেতু ড্রয়িংরুম মিডিয়া, পরিবারের সবাই মিলে দেখে। ওটিটিতে সেই স্বাধীনতা পাওয়া যায়। টিভিতে যেমন আমি আঞ্চলিক ভাষার একটি নাটক করলাম, সেটা খুব জনপ্রিয় হলো। এরপর ওটারই শর্টকাট রাস্তা খোঁজে অনেকে। ওই গল্প কিংবা গল্পের কোনো চরিত্র নিয়ে এদিক-সেদিক করে নাটক বানিয়ে ফেলল! এই নকলবাজি করে আসলে হয় না। মোস্তফা সরয়ার ফারুকী এবং তার সতীর্থরা একটা ধারা শুরু করেছিল, আবার আমরা গ্রামীণ গল্পের নাটকের একটা ধারা নিয়ে এলাম। তখন টেলিভিশনের দুয়ার খুলে গেল, বিটিভির পাশাপাশি অনেক চ্যানেল পেলাম। কাজের সুযোগ হলো। নতুন ভাবনাও তুলে ধরলাম। আরেকটা বিষয় হলো, এখনকার নাটক দিনশেষে ইউটিউবে যাচ্ছে। ফলে অনেকের মধ্যেই ভিউ বাড়ানোর চিন্তা। এখন চিত্রনাট্য লেখার সময়ই যদি ভাবেন, ভিউয়ের জন্য লিখব, তাহলে আসলে চর্চাটা থাকে না। চিত্রনাট্যকার কিংবা নাট্যকার হিসেবে আগে হুমায়ূন আহমেদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ, ইমদাদুল হক মিলনের মতো মানুষদের চিনতাম। তাঁদের পরে অনেকে হয়তো মাসুম রেজা কিংবা আমার নাম বলেন। কিন্তু এখন কি এমন কেউ আছেন, যাঁকে নাট্যকার হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে চেনা যায়? আলাদা কিছু না করতে পারলে স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি হবে না। টেলিভিশনের বাজেট তো একদম তলানিতে। ফলে সম্মানিও তেমনই। আমরা যারা সিনিয়র, তাদের মোটামুটি চলে যায়। জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী বাদে অন্য সবার অবস্থা হলো—কাজ করলে আছি, না করলে নেনই। চিত্রনাট্যকারদের অবস্থাও তেমনই। নতুনদের অনেকে

অভিযোগ করেন, সম্মানি পান না ঠিকঠাক। অনেকের নামও উল্লেখ করা হয় না। জাতিগতভাবে আমরা অন্যের মেধা বা সাফল্যকে স্বীকৃতি দিতে চাই না। ব্যক্তিগতভাবে আমি এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি। আমি হয়তো ভাগ্যবান। আর ভালো ভাবনা নিয়ে, সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে কেউ যদি লিখতে চান, খুব বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারবেন না, এটা নিশ্চিত। কেউ যদি অর্থই চান, সেটার পথও খোলা আছে। সে ক্ষেত্রে শুধু টাকাই অর্জন হবে, নাম-যশ আসবে না। আমি মনে করি, লেখালেখির ক্ষেত্রে অর্থ ও সম্মান দুটি একসঙ্গে হয় না।

শুধুই চিত্রনাট্য লেখেন, বাংলাদেশে এ রকম মানুষের খুব অভাব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পরিচালক নিজেই কাজটি করেন। আবার অন্য কাউকে দিয়ে কিছুটা চিত্রনাট্য করিয়ে তাঁর সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করে দেন পরিচালক। ফলে বাংলাদেশে চিত্রনাট্যকার ব্যাপারটাই পরিষ্কার নয়। সোহেল রানা বয়াতির ‘নয়া মানুষ’ ছবির চিত্রনাট্য আমি লিখেছি এবং শুধু আমার নামটিই চিত্রনাট্যকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। চিত্রনাট্যের সম্মানি নির্ভর করে নানা বিষয়ের ওপর। তবে আমার মতে, চিত্রনাট্যকারদের ন্যূনতম সম্মানি হওয়া উচিত দুই লাখ টাকা। সম্ভাবনা নিয়ে বললে, আমি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রনাট্যের ওপর পড়াই। অনেকের মধ্যেই আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি। যদিও বেশির ভাগের ঝোঁক ফিল্মমেকিংয়ে। তবে আলাদা করে চিত্রনাট্য লিখতে চায়, এমনও অনেক আছে। আর নতুনদের জন্য জায়গা সব সময় খোলা। যিনি চিত্রনাট্য করবেন, তাঁর নিজস্ব সৃজনশীলতা, নিষ্ঠা ও ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে তিনি কতটুকু এগোতে পারবেন।

এখন কাজ একটু কম। ফলে চিত্রনাট্যকাররা বিপদেই আছেন। আর যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের মধ্যে কোনটা চলচ্চিত্র, কোনটা নাটক, কোনটা ওয়েব কনটেন্ট—এসব গুলিয়ে ফেলছেন। যেটাকে আমরা সিনেমা বলছি, সেটা আদৌ সিনেমা হচ্ছে না; যেটাকে সিরিজ বলা হচ্ছে, সেটা আদতে ধারাবাহিক নাটক হয়ে যাচ্ছে! যেহেতু কোনো প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা নেই, ফলে নতুন চিত্রনাট্যকাররা এগুলোর পার্থক্য করতে পারছেন না। প্রতিটি দৃশ্যমাধ্যমের গুরুত্ব ও পরিধি সম্পর্কে জানা জরুরি। এ ক্ষেত্রে কিছু কর্মশালা থাকলে ভালো হতো। যেমন—আমি বঙ্গর সঙ্গে কাজ করেছি ২০১৯ সাল পর্যন্ত, শুধু শেখার জন্য—ওয়েব সিরিজ কী, ওয়েব ছবি কী? একজন চিত্রনাট্যকারকে অবশ্যই নির্দেশনা জানতে হবে। তিনি কোন দৃশ্য কেমন চান, কিভাবে দৃশ্যটা ধারণ করা হবে, সেটা জানা জরুরি। এখানে চিত্রনাট্যকারদের সম্মানি পর্যাপ্ত নয়। ধরুন, ‘বরবাদ’ ছবির

বাজেট প্রায় ২০ কোটি টাকা। সেখান থেকে চিত্রনাট্যকারকে কতই বা দিচ্ছেন? পুরো বাজেটের ১ শতাংশও চিত্রনাট্যকারের জন্য বরাদ্দ থাকে না। একটি ভালো দিক আছে, চিত্রনাট্যকাররা টাকা আগেই পেয়ে যান। বেশির ভাগ সময়ই টাকার অঙ্কটা খুব কম। আমরা যারা সিনিয়র, তাদেরই অনেক ক্ষেত্রে ছাড় দিতে হয়। নবীনদের কী অবস্থা, বোঝেন! চিত্রনাট্য লেখাকে পেশা হিসেবে নেওয়া আমাদের দেশে এখনো খুব রিস্কি ব্যাপার। যদি একটি কমন প্ল্যাটফরম থাকত, তাহলে সংকটের কিছুটা সমাধান আসত। সিনেমার চিত্রনাট্যকারদের একটি সংগঠন আছে—ফোয়াব; নাটকেরও আলাদা সংগঠন আছে। তবে সম্মিলিত একটি প্ল্যাটফরম থাকা দরকার, যেখান থেকে চিত্রনাট্যকারদের বিভিন্ন গ্রেড করা হবে। সেই গ্রেড অনুসারে তাঁরা সম্মানি চাইতে পারবেন।

একসময় নাট্যকারদের নামেই নাটক দেখতাম আমরা। এখন সেই চিত্র নেই। এমন অনেক দর্শকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে যিনি ভাবতেন, অভিনেতা যে সংলাপটি বলছেন এটি বুঝি তাঁরই লেখা। একজন নাট্যকার যে ঘটনাক্রম সাজিয়ে চিত্রনাট্য দাঁড় করান, এটা তাঁরা জানেনই না। একবার ঘুরতে গিয়ে হোটেলে উঠেছি। যখন বললাম, আমার পেশা নাট্যকার। তিনি বুঝলেন না। আরেকটু সহজ করে বললাম, লেখক। বললেন, দলিল লেখক? বুঝতে পারছেন চিত্রনাট্যকারদের সার্বিক অবস্থা! সাধারণের কথা বাদ দিই, নাটকের লোকজনের মধ্যেও চিত্রনাট্যকারের ব্যাপারে এক ধরনের উদাসীনতা দেখি। কিছুদিন আগে এক জনপ্রিয় অভিনেত্রী আমার লেখা নাটক থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচালক, চিত্রগ্রাহক থেকে শুরু করে কয়েকজনকে কৃতজ্ঞতা জানালেও নাট্যকারের নাম সেখানে অনুপস্থিত। অথচ একটি নাটকের স্রষ্টা চিত্রনাট্যকার। তাঁরা বলেন, ভালো গল্প পেলে কাজ করেন। ভালো গল্পটি যিনি লেখেন, তাঁকে সম্মান দিতে কুণ্ঠা দেখে অবাক হই। তাই বলি, সম্মানির আগে সম্মান দেওয়াটা জরুরি। সম্মানির বিষয়টি আসলে আপেক্ষিক। প্রথমত একজন চিত্রনাট্যকারের মেরুদণ্ড থাকাটা খুব দরকার। কারণ তিনি চিত্রনাট্যের মাধ্যমে একটি দর্শন প্রকাশ ও প্রচার করেন। সেটা মূল্যায়নের মাধ্যমেই তাঁর সম্মানি নির্ধারিত হয়। বিনয়ের সঙ্গে বলছি, প্রায় ২০ বছর ধরে লিখছি। আমি বলব, অবশ্যই মোটামুটি সচ্ছল জীবন যাপন করা সম্ভব। তবে নিত্যনতুন ভাবনা নিয়ে কাজ যথেষ্ট কঠিন। আমরা আশা করি ভালো গল্প, কিন্তু চিত্রনাট্যকারকে যে যথার্থ মূল্যায়ন ও সম্মানি দেওয়া দরকার, সেটা হয় না। এত সস্তায় পৃথিবীর কোথাও চিত্রনাট্য পাওয়া যায় না।

সূত্র: কালের কন্ঠ

যে কারণে বলিউড থেকে দুরে সরে যান নার্গিস

ইন্ডাস্ট্রিতে পা রেখেই ছকভাঙা অভিনয়। নার্গিস ফাখরিকে মানুষ আবিষ্কার করেন ‘রকস্টার’ সিনেমার ‘হির’ চরিত্রে। যে চরিত্রে অনেক বলিউড অভিনেত্রীই নাকি বাতিল হয়েছিলেন। তার পর একে একে ‘মাদ্রাজ ক্যাফে’, ‘ম্যায় তেরা হিরো’, ‘হাউসফুল’-এর মতো সিনেমায় দর্শকের মন কেড়েছেন অভিনেত্রী।

তবে হঠাৎ করেই ঘটে ছন্দপতন। বলিউড থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন অভিনেত্রী।
যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম ও বেড়ে ওঠা নার্গিসের। তবে ঘটনাচক্রে নার্গিস ফাখরি পরিচিতি পান বলিউডে অভিনয় করে।

অথচ মুম্বাই ইন্ডাস্ট্রির জার্নিটা ঠিকঠাক ধরে রাখলেন না তিনি। মায়ানগরী থেকে অনেকটা গুটিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। কিন্তু কেন?

সম্প্রতি বলিউড এবং তার ক্যারিয়ারের প্রসঙ্গে মনের কথা প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী। বলিউড হাঙ্গামার এক সাক্ষাৎকারে নার্গিস জানান, বলিউডের কিছু গত্বাঁধা বিষয়ে বিরক্ত হয়ে সরে গেছেন তিনি।

তবে অনেকের সঙ্গে কাজ করে দারুণ উপভোগও করেছেন বলে জানালেন নার্গিস।
তিনি বলেন, ‘একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমি বলিউড ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিই। ওটা নিয়ে কথাও বলতে চাই না। পুরুষদের ইগো দুনিয়াজুড়েই, সুতরাং এটার কথা আলাদা করে না বলি। তা ছাড়া ইগোর ব্যাপারটা সবার ক্ষেত্রে সঠিকও নয়।

অনেক অসাধারণ মানুষের সঙ্গেও কাজ করেছি আমি।’
নার্গিসের মতে, তিনি বলিউডের গত্বাঁধা নাচের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি। ‘আইটেম গান’ বিষয়টিও তাঁর কাছে একেবারে নতুন ছিল। বলেন, ‘কোনো মেয়ে আইটেম গান করছে, সেটা মানুষ খুব একটা ভালোভাবে দেখে না। হিন্দি ভাষার মতো বলিউডের নাচও আমার কাছে অনেকটা এলিয়েনের মতো! আমি শুধু শেখার চেষ্টা করেছি।’

‘ম্যায় তেরা হিরো’ অভিনেত্রীর মতে, যাঁরা বাইরে থেকে বলিউডে কাজ করতে আসেন, তাঁদের নিয়ে ‘অতিরিক্ত’ আকর্ষণ দেখানো হয়। আলিয়া ভাট, সারা আলী খান কিংবা জাহ্নবী কাপুরের মতো যেসব শিল্পী চলচ্চিত্র পরিবার থেকে এসেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটে না। কিন্তু যখন কেউ সাধারণ পরিবার থেকে আসে, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশ থেকে, তখন তাদের বিবেচনা করা হয় ‘আবেদনময়ী’ হিসেবে এবং যখন-তখন চাইলেই পাওয়া যাবে।

নার্গিস অবশ্য বলিউড একেবারেই ছেড়ে দেননি; বরং কাজ কম করছেন। বর্তমানে অক্ষয় কুমারের ‘হাউসফুল ৫’ রয়েছে তাঁর হাতে।

সূত্র: কালের কন্ঠ

আলোচিত ‘বিতর্ক’, ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়েছে যেসব তারকার

বলিউড মানেই ঝলমলে দুনিয়া, তারকাখ্যাতি, আর অভিজাত জীবন। তবে এই গ্ল্যামারের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এমন অনেক কেলেঙ্কারি, যা অনেক তারকার অভিনয় জীবনের ইতি টেনে দেয়। বলিউডের তারকারা শুধু অভিনয় নয়, তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও সবসময় আলোচনায় থাকেন। তবে বিতর্ক এবং কেলেঙ্কারি অনেক সময় তাদের উজ্জ্বল ক্যারিয়ার ম্লান করে দেয়।

এসব ঘটনাগুলো শুধু তাদের জন্য নয়, বলিউড ইন্ডাস্ট্রির জন্যও একটি শিক্ষা। নীচে এমন কিছু কেলেঙ্কারি তুলে ধরা হলো, যা বলিউডের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছ। যেসব বিতর্কে জড়িয়ে ক্যারিয়ারই ধ্বংস হয়েছে অনেক তারকার। কেউ কেউ এখনও ভুগছেন ক্যারিয়ারে।

শক্তি কাপুরের স্টিং অপারেশন
২০০৫ সালে ইন্ডিয়া টিভির একটি স্টিং অপারেশনে শক্তি কাপুরকে কাস্টিং কাউচে জড়িত অবস্থায় দেখানো হয়। ভিডিওতে তাকে একজন উঠতি অভিনেত্রীকে কাজের সুযোগের বদলে আপত্তিকর প্রস্তাব দিতে দেখা

যায়। ঘটনাটি তার ক্যারিয়ারে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছিল এবং বলিউডে তার গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়।

মধুর ভান্ডারকরের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ
খ্যাতিমান পরিচালক মধুর ভান্ডারকরের বিরুদ্ধে উঠতি অভিনেত্রী প্রীতি জৈন ধর্ষণের অভিযোগ আনেন।

যদিও আদালতে প্রমাণিত হয়নি সেই অভিযোগ, তবে এই কেলেঙ্কারি তার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে বিশাল ঝড় তোলে।
মনিকা বেদির কারাদণ্ড
অভিনেত্রী মনিকা বেদির ক্যারিয়ার ধ্বংসের পেছনে তার গ্যাংস্টার আবু সালেমের সঙ্গে সম্পর্ক বড় ভূমিকা পালন করে। তার জাল পাসপোর্টের মামলায় গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড তার ক্যারিয়ারের ইতি ঘটায়।

সঞ্জয় দত্তের অস্ত্র মামলার কেলেঙ্কারি
১৯৯৩ সালের মুম্বাই বোমা বিস্ফোরণে বেআইনি অস্ত্র রাখার দায়ে সঞ্জয় দত্ত গ্রেপ্তার হন। যদিও তিনি তার ক্যারিয়ারে ফিরে এসেছেন, তবে এই কেলেঙ্কারি দীর্ঘদিন তার ইমেজ কলঙ্কিত করেছে।

আরো পড়ুন
সুদিন ফেরাতে যে ১০ সিনেমায় নজর হলিউডের
সুদিন ফেরাতে যে ১০ সিনেমায় নজর হলিউডের

বিবেক ওবেরয় ও সালমান খানের দ্বন্দ্ব
২০০৩ সালে অভিনেতা বিবেক ওবেরয় সালমান খানের বিরুদ্ধে একাধিক হুমকির অভিযোগ আনেন। এর ফলে বলিউডে সালমানের অনুগতরা বিবেককে একঘরে করে দেয়। এই দ্বন্দ্বের কারণে বিবেকের ক্যারিয়ার বড় ধাক্কা খায়। বলিউড থেকে ছিটকে যান এ অভিনেতা।

রাজ কুন্দ্রার পর্নোগ্রাফি কাণ্ড
২০২১ সালে শিল্পা শেঠির স্বামী রাজ কুন্দ্রাকে পর্নোগ্রাফি প্রোডাকশন ও ডিস্ট্রিবিউশনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। যদিও শিল্পার ক্যারিয়ারে তেমন প্রভাব পড়েনি, তবে রাজ কুন্দ্রার সঙ্গে তার নাম জড়ানোর কারণে সমালোচনার মুখে পড়তে হয় অভিনেত্রীকে। এখনও সেই মামলায় প্রায়ই শিরোনামে উঠে আসে শিল্পার নাম।

শাইনি আহুজার ধর্ষণের অভিযোগ
২০০৯ সালে অভিনেতা শাইনি আহুজার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনেন

তার গৃহকর্মী। যদিও তিনি পরে জামিনে মুক্তি পান, তবে সেই ঘটনায় তার ক্যারিয়ার পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়।

মি-টু আন্দোলন ও নানা পাটেকর
মি-টু আন্দোলনের সময় অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্ত অভিনেতা নানা পাটেকরের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন। অভিযোগের পর নানা পাটেকরের ইমেজ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তিনি বেশ লম্বা সময়ের জন্য বলিউড থেকে দূরে সরে যান।

রিয়া চক্রবর্তী ও সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু
সুশান্ত সিং রাজপুতের আকস্মিক মৃত্যুর পর রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মাদক মামলায় নাম জড়ানো হয়। মিডিয়া ট্রায়াল এবং সমালোচনার মুখে তার ক্যারিয়ার প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। যদিও এখন বিভিন্ন শোয়ের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করেছেন রিয়া। তবে বলিউডে তার জায়গা হারিয়েছেন। নতুন কোনো কাজে দেখা মিলছে না অভিনেত্রীর।

সূত্র: কালের কন্ঠ

প্রেম করছেন করণ জোহর, বিল মেটায় তার সঙ্গী!

বলিউডের জনপ্রিয় নির্মাতা করণ জোহরকে আলোচনার কমতি নেই। তার প্রেম কিংবা সম্পর্ক সব কিছুতেই আগ্রহ দেখান ভক্তরা। এর বড় কারণ হচ্ছে, এখনও সিংগেল লাইফ কাটাচ্ছেন নামজাদা এ নির্মাতা। এবার বুঝি সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। করণ নিজেই জানালেন, প্রেম করছেন তিনি!

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি স্যোশাল মিডিয়ায় এসে নিজের ‘রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস’ এর কথা জানালেন করণ জোহর। তিনি নাকি এমন একজনের সঙ্গে প্রেম করছেন, যে নাকি তার সমস্ত কথা শোনে। শুধু তাই নয়, আবার বিভিন্ন বিলও নাকি মিটিয়ে দেয়! তবে কে সেই করণের প্রেমিকা?

করণ জানান, তিনি বেশ কিছু দিন যাবৎ ‘ইনস্টাগ্রাম’-এর সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন। তিনি লেখেন, ‘আমি ইনস্টাগ্রামের সঙ্গে প্রেম করছি। ও আমার কথা শোনে। আমি যাতে নিজের স্বপ্ন সফল করতে উদ্যত হই, সেই দিকে নজর রাখে। কখনও আবার বিলও মিটিয়ে দেয়। ওকে ভালো না বেসে পারা যায়? করণের এই পোস্ট মুহূর্তেই ভাইরাল হতে দেখা যায়। এতে অবশ্য কিছুটা হতাশ হন তার ভক্তরা।

কিছুদিন আগেই বন্ধুদের নিয়ে এক পার্টিতে গিয়েছিলেন করণ। নজর কেড়েছিল তার টিশার্টে লেখা বার্তা। তার টিশার্টে লেখা ছিল ‘নেপো কিড। ‘নেপো’ আসলে নেপোটিজমের অপভ্রংশ, যার অর্থ ‘স্বজনপোষণ’।

পরিবারতন্ত্র নিয়ে নানা বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি। শুধু তারকা সন্তানদেরই তিনি সুযোগ দেন, এমন অভিযোগও রয়েছে তার দিকে। তবে সে সব নিয়ে নিজেই মশকরা করেন করণ। তাই এদিনও নিন্দুকদের খোঁচা দিতেই এমন টিশার্ট বেছে নিয়েছিলেন তিনি।

সূত্র: ইত্তেফাক

কখনও ভাবিনি আমি বাঁচব: প্রীতি জিনতা

যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলস শহর ভয়াবহ দাবানলে গত ছয় দিন ধরে পুড়ছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে সব ধরনের ব্যবস্থা নিলেও এখনও নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। পুড়ে ছারখার হচ্ছে একের পর এক এলাকা। এই আগুনে বাড়ি পুড়েছে বিনোদন জগতের অনেক তারকার। যেই তালিকায় আছেন বলিউড অভিনেত্রী প্রীতি জিনতার। সম্প্রতি নিজের এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে এমনটাই জানিয়েছেন এই নায়িকা।

শুরুতেই প্রীতি লিখেছেন, ‘আমি কখনই ভাবিনি এমন একটি দিন দেখতে পাব। লস অ্যাঞ্জেলস শহরটি আগুনে জ্বলছে। আমাদের আশপাশের এলাকাগুলো ধ্বংস হয়ে গছে। এখান থেকে সবাইকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমরা নিরাপদ আছি। কিন্তু আগুন ঝর থেকে কখনও আমি ভাবিনি বাঁচব।

এমন মুহূর্তের সম্মুখীন হয়েছিলাম।’

এরপর সে খানকার ভয়ংকর দৃশ্যের কথা শেয়ার করে প্রীতি আরও লিখেছেন, ‘গোটা এলাকায় উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আকাশে বরফের মতো ছাই উড়ছে। বাতাসের বেগ অনেক বেশি। আমার সন্তান ও আত্মীয়দের নিয়ে ঘর ছেরে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে হয়েছে। বাড়ি পুড়ে গেছে। চারপাশের ধ্বংসলীলায় আমি মর্মাহত এবং ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ যে আমরা এখন পর্যন্ত নিরাপদ। যারা বাস্তুচ্যুত এবং এই আগুনে সবকিছু হারিয়েছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করি। আশা করি শীঘ্রই বাতাস কমে যাবে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আসবে। সবাই নিরাপদে থাকুন। অনুমান করা হচ্ছে, আগুনে এখন পর্যন্ত ১৫০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দাবানলে সবচেয়ে বড় ক্ষয়ক্ষতি। আগুনে মানুষের প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ জনে। এরই মধ্যে হলিউডের বহু তারকার বাড়ি পুড়ে গেছে।

সূত্র: কালবেলা

হৃতিকের জন্মদিনে যা বললেন সাবেক স্ত্রী সুজান ও প্রেমিকা সাবা

বলিউড অভিনেতা হৃতিক রোশন বারবার প্রমাণ করেছেন বয়স যে শুধু একটা সংখ্যা মাত্র। কারণ অভিনেতার বয়স বাড়লেও শারীরিক গঠনে কোনো প্রভাব পড়েনি। সেই ২০০০ সালে ‘কাহো না প্যার হ্যায়’ ছবি থেকে অভিনয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল তার। প্রথম ছবিতেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তিনি।

এখনো ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে সেই একই উন্মাদনা দেখা যায়। দেখতে দেখতে হৃতিক রোশন আজ ৫১ বছর বয়সি। জন্মদিনে তাকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিলেন ভক্ত-অনুরাগীরা। সেই সঙ্গে হৃতিককে জন্মদিনে বিশেষভাবে শুভেচ্ছা জানালেন সাবেক স্ত্রী সুজান খান ও বর্তমান প্রেমিকা সাবা আজাদ।

এদিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পারিবারিক ছবি শেয়ার করে নেন সুজান খান। সেই ছবিতে হৃতিকের সঙ্গে রয়েছেন তার প্রেমিকা সাবা আজাদও। সেই ছবির ক্যাপশনে হৃতিকের সাবেক স্ত্রী লিখেছেন শুভ জন্মদিন। তার সঙ্গে ‘কাহো না প্যার হ্যায়’ ছবির ২৫ বছর পূর্তির উদযাপনও হোক।

অন্যদিকে সাবা আজাদও হৃতিকের সঙ্গে একগুচ্ছ সোহাগী ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন। সেই সঙ্গে সাবা লিখেছেন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার আরও একটি বছর পূর্ণ করার শুভেচ্ছা তোমাকে। তুমি আমার আলো। সারাজীবন আনন্দ যেন তোমাকে ঘিরে রাখে।

সাবার এই পোস্টে হৃতিককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তার ভক্ত-অনুরাগীরা। বলিপাড়া থেকেও বহু তারকা শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন ‘বার্থডে বয়’কে।

উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগে হৃতিক রোশনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বড়পর্দায় আবার মুক্তি পেয়েছে ‘কাহো না পেয়ার হ্যায়’ ছবিটি। নতুন করে সাড়া ফেলেছে এ ছবিটি। এদিকে হৃতিককে শেষ দেখা গেছে ‘ফাইটার’ ছবিতে। অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে এ ছবিতে জুটি বেঁধেছিলেন অভিনেতা।

সূত্র: যুগান্তর

‘কাহো না… পেয়ার হ্যায়’ খ্যাত হৃতিকের রজত জয়ন্তী

দেখতে দেখতে ২৫ বছর হয়ে গেল বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে ‘কাহো না… পেয়ার হ্যায়’খ্যাত অভিনেতা হৃতিক রোশনের। ২০০০ সালের ১৫ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছিল ‘কাহো না… পেয়ার হ্যায়’। এটি সেই সময় বলিউডের সফলতম ছবি ছিল। এই ছবির প্রযোজক ও পরিচালক হিসেবে রাকেশ রোশন প্রথম ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেয়েছেন। বাবা রাকেশ রোশনের এ ছবিটি দিয়ে বলিউডে অভিষেক হয়েছিল হৃতিক রোশনের। সেই সঙ্গে অভিষেক হয় অভিনেত্রী আমিশা প্যাটেলেরও। চলতি বছর ছবিটির ২৫ বছর

পূর্ণ হচ্ছে। সেই সঙ্গে পূর্ণ হচ্ছে হৃতিক রোশনের ক্যারিয়ারের ২৫ বছরও।

এ ছবিতেই অভিনেতা হৃতিক রোশন সেরা নবাগত অভিনেতা ও সেরা অভিনেতার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পান । মাত্র ১০ কোটি রুপি বাজেটের এ ছবিটি বক্স অফিসে ৮০ কোটি রুপি ব্যবসা করে।

আগামীকাল ১০ জানুয়ারি হৃতিক রোশনের জন্মদিন। এদিকে ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে হৃতিকের জন্মদিনে আবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে ‘কাহো না…পেয়ার হ্যায়’ ছবিটি। ক্যারিয়ারের এই মাইলফলকের সামনে দাঁড়িয়ে আবেগাপ্লুত অভিনেতা।

এ প্রসঙ্গে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন অভিনেতা। হৃতিক রোশন বলেন, তিনি আদতে ‘লাজুক ছেলে’। গণমাধ্যম তাকে আরও দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক হতে সাহায্য করেছে।

হৃতিক বলেন, ‘এই দীর্ঘ সময়ে আমি আরও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি। চেয়েছি মানুষ হিসেবে নিজেকে আরও বিনয়ী হতে।

সূত্র: যুগান্তর

ইন্দিরা বেশে কঙ্গনার ‘যুদ্ধ ঘোষণা’

দীর্ঘ অপেক্ষার পরে অবশেষে জট কেটেছে। ২০২৫-এর ১৭ জানুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে কঙ্গনা রানাউতের ছবি ‘ইমার্জেন্সি’। ছবি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল গত বছর ৬ সেপ্টেম্বর। কিন্তু সেন্সর বোর্ডের তরফ থেকে ছাড়পত্র মিলছিলো না।

মুক্তির মাত্র দশদিন আগে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে নির্মিত সিনেমাটির ট্রেইলার প্রকাশ করা হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে, এর আগে টিজার প্রকাশ করে হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন সিনেমার পরিচালক, প্রযোজক এবং ইন্দিরার চরিত্রে অভিনয় করা বলিউডি অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। গত

বছরের আগস্টে সিনেমা বাতিলের দাবি ও প্রাণনাশের হুমকিও পেয়েছেন ভারতের শাসকদলের এই এমপি।

এবারে ১ মিনিট ৫০ সেকেন্ডের ট্রেইলারের ভিডিওতে কঙ্গনাকে দেখা গিয়েছে নানা মেজাজে। কখনও তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করছেন। কখনো তিনি দেশ ও জনগণ নিয়ে শান্ত হয়ে সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন। এই ঝলকের ইন্দিরা গান্ধীর বেশে কঙ্গনাকে দেখে উত্তেজিত নেটিজেনরা। কঙ্গনার অনুরাগীদের দাবি, আরও একটি জাতীয় পুরস্কারের দিকে এগোচ্ছেন অভিনেত্রী!

সিনেমায় কঙ্গনা ছাড়াও দেখা যাবে অনুপম খের, মহিমা চৌধুরী, মিলিন্দ সোমান, শ্রেয়াস তালপাড়ে, বিষক নায়ার, সতীশ কৌশিকসহ একাধিক অভিনয়শিল্পীকে। কঙ্গনা শুরু থেকে বলে আসছেন, ‘ইমার্জেন্সি’ কোনো বায়োপিক না, এটি একটি রাজনৈতিক সিনেমা। সিনেমার পটভূমি গত শতকের সত্তরের দশক, ভারতে তখন ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী।

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন থেকে পরবর্তী ২১ মাস ভারতে জরুরি অবস্থা চলে। সিনেমায় সেই সময়ের রাজনৈতিক আবহ তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে বলে কঙ্গনার ভাষ্য।

২০২২ সালে ‘ইমার্জেন্সি’ নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিলেন কঙ্গনা। সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে সেই টাকায় গেল বছরের শুরুতে শুটিং শেষ করেন তিনি। মুক্তির তারিখও পড়েছিল কয়েক দফা। পরে সেন্সর বোর্ডের সিদ্ধান্ত মেনে কয়েক দৃশ্যে কাঁচিও চালাতে হয়েছে নির্মাতাকে। শেষ খবর হল অপেক্ষার অবসান ঘটতে যাচ্ছে ১৭ জানুয়ারি, মুক্তি পাচ্ছে ‘ইমার্জেন্সি’। আর এর মধ্যে দিয়ে এই সিনেমা নিয়ে তিন বছরের সফর শেষ হতে চলেছে কঙ্গনার।

সূত্র: ইত্তেফাক